তারিখ - 9 FEB 2017

এসএসসি পরীক্ষার্থীর অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু ও স্কুলের পরিবহন ব্যবস্থা

মাথায় ল্যাম্পপোস্টের আঘাতে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে সাকিবুল ইসলাম নামের এক এসএসসি পরীক্ষার্থীর। গত মঙ্গলবার সকালে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। এসএসসি (মাধ্যমিক) পরীক্ষা দিতে দক্ষিণ বাড্ডা থেকে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় যাওয়ার পথে রাজধানীর মহাখালীর আমতলী এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। সাকিবুল ইসলাম বনানীর বিদ্যানিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল।

সাকিবুলের মা ফরিদা ইয়াসমীন বলেন, সাকিবুলের পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল ক্যান্টনমেন্টের শহীদ রমিজউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে। সকালে দক্ষিণ বাড্ডা থেকে তিনি ছেলেসহ একটি বাসে ওঠেন। মহাখালী মোড়ে এসে বাসটি সিগন্যালে আটকে যায়। দেরি হতে পারে ভেবে তারা বাস থেকে নেমে যান এবং হেঁটে সড়কের পূর্ব পাশ থেকে পশ্চিম পাশে আসেন।

মহাখালী থেকে একটি যাত্রীভর্তি বাস আসতে দেখে সাকিবুল দ্রুত ওই বাসে উঠে পড়ে এবং তার মাকে অন্য একটি বাসে উঠে আসতে বলে। সাকিবুল যে বাসে উঠেছিল, তার দু-তিন বাস পেছনের একটি বাসে তার মা উঠেছিলেন। ছেলেকে দেখার জন্য তিনি বাসের দরজায় ঝুলেছিলেন। আর ছেলে জানালা দিয়ে তাকে দেখছিল। একপর্যায়ে সাকিবুলের মাথা ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে আটকে যায়। এ সময় সে বাঁচাও বলে চিৎকার করে। চিৎকার শুনে বাসটি থেমেছিল। ল্যাম্পপোস্টের পাশে বসে থাকা এক নারী বাসের সহকারীকে ডেকে বাস পেছনের দিকে আনতে বলেছিলেন। কিন্তু তার আগেই বাস আবার সামনের দিকে চলতে শুরু করে। এতে সাকিবুলের মাথা ল্যাম্পপোস্ট ও বাসের মধ্যে চাপা পড়ে। মুহূর্তেই তার নাক, মুখ ও কান দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

রাজধানী ঢাকার স্কুল এবং কলেজগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের আনা-নেয়ার জন্য নিজস্ব পরিবহন সার্ভিস নেই। ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের মতো করে স্কুল-কলেজে যাতায়াত করে। পাবলিক বাস, টেম্পো, রিকশা ইত্যাদিতে করে তাদের আসা-যাওয়া করতে হয়। রাজধানীর গুটিকয় স্কুল-কলেজ ছাড়া বাকি সব কয়টির একই দশা। হাতেগোনা কয়েকটি স্কুল-কলেজের নিজস্ব গাড়ি রয়েছে। বাদবাকি যতগুলো স্কুল-কলেজ রয়েছে, এগুলোর একটিতেও পরিবহন ব্যবস্থা নেই। যে কয়টি স্কুল-কলেজে বাস সার্ভিস চালু রয়েছে সে কয়টি স্কুল-কলেজের সবাই আবার এই সেবা পায় না। স্কুল-কলেজগুলোতে যদি নিজস্ব বাস সার্ভিস চালু করা যেত তা হলে সাকিবুলকে এরকম দুর্ঘটনার শিকার হয়ে প্রাণ দিতে হতো না।

প্রতিটি স্কুল-কলেজে ছাত্রছাত্রীর সুবিধার্থে নিজস্ব বাস সার্ভিস চালু করা যেতে পারে। এটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আপদকালীন ব্যবস্থা হিসেবে পরীক্ষার হলে যাতায়াতের সময় বিশেষ বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। একই সঙ্গে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য পরিবহন বহর তৈরি করা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মন্ত্রণালয় তথা সরকার, বেসরকারি, সমাজসেবী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়ী মহল ভূমিকা রাখতে পারে। তবে এর জন্য সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। যেটা শিক্ষা মন্ত্রণালয় গ্রহণ করতে পারে।